192448 - যিনি কুরবানী করার নিয়ত করার পর এর থেকে প্রত্যাবর্তন করতে চাচ্ছেন; তিনি কি তা করতে পারবেন?

প্রশ্ন

হজ্জের তৃতীয় দিন কুরবানী করার নিয়ত পাকাপোক্ত করার পর এর থেকে প্রত্যাবর্তন করার হুকুম কি? কারণ হলো সে নারীর জন্য পশু চয়েজ করে, সেটি জবাই করার মাধ্যমে কুরবানী করাটা কঠিন। যেহেতু তার সাথে কোন মাহরাম নেই যিনি তাকে এ কাজে সহযোগিতা করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

কুরবানীর মূল হুকুম হলো এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং ইসলামের অন্যতম একটি প্রকাশ্য নিদর্শন। শরিয়তদাতা এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তাগিদ দিয়েছেন। বরং কোন কোন আলেম সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী করাকে ওয়াজিব বলেছেন। এ ব্যাপারে আরও বেশি জানতে 36432 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুই:

কুরবানী করা সুন্নত এটি যখন স্থিরিকৃত হল তখন যে ব্যক্তি কুরবানী করার নিয়ত করেছে এরপর সে নিয়তকে বাতিল করেছে; এ প্রত্যাবর্তনের কারনে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। তবে যদি কুরবানীর পশু নির্দিষ্ট করে ফেলে যে, এই বলে যে, “এটাই কুরবানীর পশু” কিংবা অন্য কোনভাবে কুরবানীর পশুটি নির্দিষ্ট করে ফেলে তাহলে ভিন্ন কথা। নির্দিষ্ট করে ফেললে সে পশু জবাই করা আবশ্যক হবে এবং এর থেকে প্রত্যাবর্তন করা জায়েয হবে না। নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে এটি তার মালিকানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে।

যদি কেউ কুরবানী করার নিয়তে কোন পশু ক্রয় করে কিন্তু “এটি কুরবানীর পশু” বলে সেটিকে নির্দিষ্ট না করে সেক্ষেত্রে আলেমগণ সে পশুটি জবাই করা আবশ্যক হবে; না কি হবে না— এ নিয়ে মতভেদ করেছেন। সঠিক মতানুযায়ী আবশ্যক হবে না। যেমনিভাবে কেউ যদি তার বাড়ীটি ওয়াক্ফ করার নিয়ত করে এরপর তার নিয়ত থেকে ফিরে আসে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। কুরবানীর হুকুমও অনুরূপ।

দখেুন: আল-মুগনী (৯/৩৫৩), আল-মাজমু (৮/৪০২) ও আল-শারহুল মুমতি (৭/৪৬৬)

যহেতেু আপনি এখনও কুরবানী করার পশুটি ক্রয় করনেনি; থাকতো নর্িদষ্িট করবনে অতএব শুধুমাত্র নয়িতরে কারণে কুরবানী করা আপনার উপর আবশ্যক নয়।

এর সাথে বলব: আপনার পক্ষ থকেে কুরবানীর পশু চয়েজে করা ও জবাই করার দায়ত্বি আপনার মাহরামকে পালন করা শর্ত নয়। বরং আপনি যদি বশ্বিস্ত কোন ব্যক্তকিে এ দায়ত্বি দনে কংিবা কোন স্বচ্ছোসবেী প্রতষ্ঠিানকে দায়ত্বি দনে সটোও হতে পার।ে এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ্ আপনি সওয়াব পাবনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।